



প্রবাসীর স্বপ্ন
এনআরবিসি ব্যাংক



হিসাব খোলার আবেদন ফরম

Account Opening Form

ব্যক্তিক হিসাব
Individual Account

Account Name

Account Number

Account Opening Date

Customer ID

Group ID

Type of Deposit Code

প্ৰথম অংশ : হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

১. হিসাবেৰ নাম : (বাংলায়)
Account Title (In English Capital Letter)
২. হিসাবেৰ প্ৰকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এসএনডি এফসি আৱেদনকাৰী অন্যান্য.....
৩. মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলাৰ ইউৱো পাউণ্ড অন্যান্য.....
৪. হিসাব পরিচালনাসংক্রান্ত পদ্ধতি : এককভাৱে মৌখিভাৱে যেকোন একজন যেকোন একজন অথবা জীবিতজন অন্যান্য.....
৫. প্ৰাথমিক জমাৰ পৰিমাণ (অঙ্ক) : (কথায়) :
৬. অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধা (টিক দিন) : ডেবিট কাৰ্ড লেনদেনসংক্রান্ত খুন্দে বাৰ্তা প্ৰ্যান্ট অ্যাপ ইন্টাৰনেট ব্যাংকিং মিসড কল অ্যালার্ট সাৰ্ভিস
অন্যান্য সুবিধা ইহণকাৰীৰ নাম ও মোবাইল নম্বৰ : ই-মেইল :

দ্বিতীয় অংশ: হিসাবধারী/পরিচালনাকাৰীৰ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

হিসাবধারীৰ/
পরিচালনাকাৰীৰ ছবি

১. হিসাবধারীৰ নাম (বাংলায়) :
In English (Block Letter) :
২. জন্মস্থান ও তাৰিখ :
৩. পিতাৰ নাম :
৪. মাতাৰ নাম :
৫. স্বামী/স্তুৰ নাম :
৬. জাতীয়তা : ৭. লিঙ্গ : পুৱৰ্ষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ
৮. রেসিডেন্স স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
(বিদেশ নাগৰিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টেৰ কপি আবশ্যিকভাৱে প্ৰদান কৰতে হবে) (প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰে গাইডলাইনস ফৰেন ফৰেন একচেঙ্গ ট্ৰানজেকশনসেৱ নিৰ্দেশনা অনুসৰণীয়)
৯. পেশা (বিস্তাৰিত) :
১০. মাসিক আয় (ব্যক্তিক হিসাবেৰ ক্ষেত্ৰে) বিস্তাৰিত উল্লেখপূৰ্বক প্ৰযোজ্য ক্ষেত্ৰে ব্যাংকেৰ চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্ৰদান কৰতে হবে :
১১. আৰ্থেৰ উৎস (মাসিক খাতওয়াৰি বিবৰণ) : ১. ২. ৩.
১২. ট্যাক্স আইডি নম্বৰ (TIN/E-TIN) :
১৩. (ক) বৰ্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম: পো: থানা:
জেলা: ফোন/ মোবাইল নম্বৰ : ইমেইল:
(খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম: পো: থানা:
জেলা: ফোন/ মোবাইল নম্বৰ : ইমেইল:
১৪. পৰিচিতিপত্ৰ: (ক) জাতীয় পৰিচয়পত্ৰ নম্বৰ :
অথবা, (খ) পাসপোর্ট নম্বৰ/জন্ম নিবন্ধন নম্বৰ/অন্যান্য^১ (নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ কৰতে হবে).....
গ) পৰিচয়দানকাৰীৰ তথ্য (গ্ৰেমোজ ক্ষেত্ৰে):
পৰিচয়দানকাৰীৰ নাম (Introducer) : হিসাব নং : স্বাক্ষৰ :

তৃতীয় অংশ: নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি^২নমিনিৰ ছবি
(গ্ৰাহক কৃত্তুক সত্যায়িত)

১. নমিনি-সংক্রান্ত তথ্য :
আমি/আমৰা এ হিসাবেৰ অৰ্থ আমাৰ/আমাদেৱ মৃত্যুৰ পৰ নিম্নে বৰ্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্ৰদানেৰ জন্য মনোনীত কৰলাম। আমি/আমৰা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পৰিৰ্বৰ্তনেৰ অধিকাৰ সংৰক্ষণ কৰি। আমি/আমৰা এই মৰ্মে আৰো সম্মতি জ্ঞাপন কৰছি যে, আমাৰ/আমাদেৱ এ নিৰ্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকেৰ অৰ্থ প্ৰদান কৰবে এবং অৰ্থ পৰিশোধ কৰা হলে সংশ্লিষ্ট আমান্ত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পৰিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- (ক) নমিনিৰ নাম : জন্মতাৰিখ :
- (খ) ঠিকানা:
- (গ) শক্তকৰা হাৰ : (ঘ) হিসাবধারীৰ সাথে সম্পর্ক :
- (ঙ) জাতীয় পৰিচয়পত্ৰ নম্বৰ/পাসপোর্ট নম্বৰ/জন্ম নিবন্ধন নম্বৰ/অন্যান্য (নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ কৰতে হবে) :
২. নমিনি নাবালক হলো তাৰ/তাৰেৰ নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণেৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰে ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এৰ ১০৩(২) ধাৰা অনুযায়ী নমিনিৰ পক্ষে আমান্তেৰ অৰ্থ ইহণকাৰীৰ তথ্য:
- (ক) নাম :
(খ) স্থায়ী ঠিকানা:
(গ) জাতীয় পৰিচয়পত্ৰ নম্বৰ/পাসপোর্ট নম্বৰ/জন্ম নিবন্ধন নম্বৰ/অন্যান্য (নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ কৰতে হবে) :
- (ঘ) নমিনিৰ সাথে সম্পর্ক :

ঘোষণা ও স্বাক্ষৰ

আমি/আমৰা সজ্ঞানে ঘোষণা কৰছি যে উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমৰা ব্যাংকেৰ চাহিদা মোতাবেক প্ৰয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সৱবৰাহ কৰিব।
আবেদনকাৰী (গণ)^৩ৰ নাম, পদবি, স্বাক্ষৰ ও তাৰিখ

১.

২.

৩.

৪.

^১ হিসাবধারী একাবিক হলো প্ৰয়োজনীয় অভিভাৱক হলো হিসাবধারীৰ আবালক হলো হিসাবধারীৰ অভিভাৱক বেলা অথবা মা অথবা অন্য কোনো আইনগত অভিভাৱক) এৰ ব্যাংকে সংকেত কৰাবলৈ দিলো অথবা হিসাবধারীৰ সম্মতি হিসেবে মুক্ত কৰতে হবে।

^২ শুধুমাত্ৰ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্ৰুমেণ্টোৱে ব্যাংকেৰ নিকট ইহণমোৰ্য কোনো পৰিচিতিপত্ৰ।

৩ নমিনি একাবিক হলো প্ৰয়োজনীয় অভিভাৱক হিসেবে মুক্ত কৰতে হবে।

৪ হিসাবধারী নাবালক হলো আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰেৱ ছলে হিসাবধারীৰ অভিভাৱক কৰিবেন।

সৱবৰাহকৃত ডকুমেন্টস : ১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সিল স্বাক্ষর ও তারিখ
এমপ্লাই আইডি:

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সিল স্বাক্ষর ও তারিখ
এমপ্লাই আইডি:

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সিল, স্বাক্ষর ও তারিখ

মার্কেটিং অফিসারের নামযুক্ত সিল স্বাক্ষর ও তারিখ
এমপ্লাই আইডি:

আহক FATCA পরিপালনের জন্য যোগ্য কিনা [টিক () দিন হ্যাঁ না]

উভয় হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

হিসাবসংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলি :

হিসাব খোলা : ব্যাংক হিসাব খোলার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবেন। গ্রাহকের হিসাব খোলার জন্য হিসাব ও গ্রাহকের ধরন অনুযায়ী যথাযথ তথ্য প্রদান ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। গ্রাহকগণ ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে হিসাব পরিচালনাসংক্রান্ত বিশদ তথ্য এবং হিসাবসংশ্লিষ্ট যাবতীয় সেবার জন্য প্রদেয় ফি বা চার্জ সম্পর্কে জেনে নেবেন।

উত্তোলন : কেবলমাত্র ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ছাপানো চেক দ্বারা বা ব্যাংক নির্ধারিত অন্য যোকেন পদ্ধতি (যদি থাকে) দ্বারা নগদ উত্তোলন করা যাবে।

সুদ প্রদানের শর্তাবলি :

ক. সংখ্যায় হিসাবে দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত হারে সুদ হিসাব করা হয়। তবে, কোনো হিসাবে মাসের যেকোন দিনের স্থিতি ১০,০০০/- টাকার কম হলে অথবা সঙ্গে দুই বারের অধিক টাকা উত্তোলন করা হলে অথবা একটি দিনের হিসাবে স্থিতির পর্যাপ্ত শতাংশের (২৫%) অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা হলে সেই মাসের জন্য উক্ত সংখ্যায় হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। জমাকর্তা টাকার উপর হিসাবকৃত সুদ প্রতি হয়ে মাস পরপর (জুন/ডিসেম্বর) হারকে ক্রেতিট করা হয়।

খ. চলতি হিসাবের দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত সর্বনিম্ন টাকার কম হলে সেই মাসের জন্য উক্ত চলতি হিসাবে স্থিতির ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত হারে সুদ হিসাব করা হয় না। জমাকর্তা টাকার উপর হিসাবকৃত সুদ প্রতি হয়ে মাস পরপর (জুন/ডিসেম্বর) হারকে হিসাবে ক্রেতিট করা হয়।

গ. “স্পেশাল নেটিশন ডিপোজিট (SND)” হিসাবে দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত হারে সুদ হিসাব করা হয়। তবে, কোনো হিসাবে মাসের যেকোন দিনের স্থিতি ৫,০০০০/- টাকার কম হলে সেই মাসের জন্য উক্ত “স্পেশাল নেটিশন ডিপোজিট (SND)” হিসাবে কোনো সুদ হিসাব করা হয় না। জমাকর্তা টাকার উপর হিসাবকৃত সুদ প্রতি হয়ে মাস পরপর (জুন/ডিসেম্বর) হারকে হিসাবে ক্রেতিট করা হয়।

ঘ. প্রদেয় আমান্তর সুদের বিপরীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত/আরোপিতব্য সকল প্রকার কর/লেভি/ডিউটি/আবগারি শুল্ক/সেবা মাঙ্গল বা অন্য যেকোন সারবার্জ সরকার কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলি অনুসরে আমান্তরকারীর হিসাব হতে কর্তৃত করা হবে।

ঙ. হিসাবসংশ্লিষ্ট প্রযোজনীয় শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত হারে, জমা হিসাবে সুদ প্রদান করা হয়। সুদের হার ও শর্তাবলি ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে।

কি ও চার্জ : হিসাবে প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ এবং অন্যান্য কি ব্যাংকের শিডিউল অব চার্জ অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে গ্রাহকের হিসাবে ক্রেতিট করা হবে। গ্রাহককে আবহিত করার উদ্দেশ্যে শিডিউল অব চার্জ ব্যাংক তার ওয়েবসাইটে কিংবা ব্যাংকের নেটিশন বোর্ডে প্রকাশ করবে। এরপ আবহিতকরনের পর শিডিউল অব চার্জ গ্রাহক মেনে নিয়েছেন বলে গণ্য হবে। কি ও চার্জ ব্যাংকের বিবেচনার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।

চেক বই :

ক. গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত ব্যাংকের রিভুইজিশন স্লিপে বা অনলাইন ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে চলতি/সংস্করণ/এসএনডি হিসাবের চেকবইয়ের জন্য আবেদন করতে হবে। ব্যাংক প্রযোজনীয় মধ্যে করে হিসাব খোলা-সংস্কার এমন সব প্রযোজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র হিসাবধারী কর্তৃক প্রদান না করা পর্যন্ত ব্যাংকের নামে কোনো চেকবই ইস্যু করবে না। চেকবই নিজ ফেরাই হিসাবে প্রাপ্তদেশে রাখার দায়িত্ব গ্রাহকের।

খ. কোনো গ্রাহকের কাছে ডাকঘরে চেকবই পাঠানো হলে ব্যাংকের কাছে রাখিত গ্রাহকের ঠিকানা (অথবা অন্য কোনো উপায়ে গ্রাহক কাগজ কর্তৃক নির্ধারিত হবে) অনুযায়ী তা পাঠানো হবে তবে উক্ত উপায়ে পাঠানো চেকবই হারানো বা বিলম্বে প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

ঘ. অর্বাচিন্ত চেকবই সর্বোচ্চ ৯০ (নবাই) দিন পর্যন্ত ব্যাংক ফেরাইতে রাখা হবে এবং এর পরে ব্যাংক অর্বাচিন্ত কেবিট গ্রাহক ও ব্যাংকের নিরাপত্তা খাতিরে নষ্ট করে ফেলবে এবং এরপ প্রচলিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট হতে প্রযোজ্য চার্জ আদায় করবে।

ঙ. চেক কাটার সময় হিসাবধারীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চেক কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চেকে কোনো পরিবর্তন করতে না পারে।

ব্যাংকে রাখিত হিসাবধারীর নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গে চেকে প্রদান করা স্বাক্ষরের কোনো গুরুত্ব পরিলক্ষিত হলে চেক ফেরত দেওয়া হবে। ব্যাংকে রাখিত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিল রেখে হিসাবধারীকে সব সময় স্বাক্ষর করতে হবে।

ঊ. গ্রাহকের অনুকূলে ইস্যু করা চেকবইয়ের কাতারে উল্লেখ করা শর্তাবলি হিসাবধারীকে মেনে চলতে হবে।

নাবালকের জন্য হিসাব : নাবালক অভিভাবক বা আদালত দ্বারা নির্ধারিত আইনসিদ্ধ কোনো অভিভাবক নাবালক ব্যক্তির পক্ষে হিসাবে খুলতে পারবে। নাবালক হিসাবের গ্রাহকের বয়ঝাপ্তির (গ্রাহকব্যক্তি) সাথে সাথে অভিভাবকের হিসাবে পরিচালনার অধিকার স্থগিত হবে এবং হিসাবসংক্রান্ত সকল অধিক একমাত্র বৈধ অধিকারী হবে প্রাণবন্ধক ইওয়া নাবালক গ্রাহক। এ ক্ষেত্রে তাঁকে হিসাবের পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা ব্যাংকের লিখিতভাবে জানাতে হবে।

চেক পেমেন্ট স্থগিতাদেশ : চেক হারানোর ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য আইনসিদ্ধ ও ব্যাংক কর্তৃক স্থীরূপ প্রাণবন্ধক তার নিজ বিবেচনায় গ্রাহক কর্তৃক মৌখিক বা লিখিতভাবে দেওয়া চেক স্থগিতের নির্দেশ গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকে হারানো নির্দেশ এবং করা হোক নির্দেশনাপত্র হয়ে চেক স্থগিতসংক্রান্ত কোনো নির্দেশ এবং করা হোক করার ফলে উত্তৃত ক্ষতি, স্লেকসন, ব্যরচ আইন খরচসহ গ্রাহক ব্যাংকের বহন করবেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের প্রচলিত তালিকার অনুযায়ী চার্জ প্রয়োজন করবে।

চেক বা চেক প্রদানের ফলে জালিয়াতি : চেকে কোনো ঘষাশাজা বা চেক দ্বারা জালিয়াতি, প্রতারণা প্রতিরোধে গ্রাহক বিশেষভাবে সর্তক থাকবেন। এ ক্ষেত্রে জালিয়াতি বা প্রতারণার ফলে গ্রাহক বা অন্য কেটু ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যাংক এর জন্য কোনো অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না। কোনো চেক হারানো গেলে বা চেকের অপ্রয়োজন হলে গ্রাহক বিদ্যুমাত্র সময় নষ্ট না করে লিখিতভাবে তা ব্যাংকে অবহিত করবেন।

পজিটিভ পে : ক্লিয়ারিং চেকের পজিটিভ পে-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহক কোনো ব্যক্তি হিসাবের অনুকূলে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ পরিমাণ কিংবা কোনো কেপেটে/একামালিকানা কারাবারের হিসাবধারীর অনুকূলে ১ (এক) লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ পরিমাণের চেক ইস্যু করলে অবস্থাই তা প্রতিক্রিয়া করে নির্দেশ করে এবং অন্যথায় আটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে দাখিলকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হলে হিসাবধারীর তা সকল বুর্কি বহন করবেন।

হিসাব বন্ধ করা : ব্যাংকের অথবা গ্রাহক কর্তৃক কোনো কারণে হিসাবে বন্ধ করা হলে গ্রাহক অবশ্যই অববহত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, এটিএম কার্ড (যদি থাকে) ব্যাংকের নিকট ফেরত দিবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের শিডিউল অব চার্জ অনুযায়ী নির্ধারিত ফি প্রয়োজন হবে। ব্যাংক সম্পর্ক তার নিজের কার্যক্রমে গ্রাহক কর্তৃক অসম্পূর্ণ/অসত্য তথ্য প্রদান বা অন্য কোনো রূপ অসম্ভাব্যজনের কার্যক্রমাবলের পরিপ্রেক্ষিতে যেকোন হিসাবে যেকোন সময় একক সন্ধানে বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অনলাইন ব্যাংকিং : গ্রাহক তাঁর চাহিদা অনুসারে ব্যাংকের ইস্টারনেট ব্যাংকিং (MY NRBCB) এবং অ্যাপসার্ভিক ব্যাংকিং প্ল্যানেট প্ল্যান্স এর মাধ্যমে ব্যাংকের ডিজিটাল ব্যাংকিং নির্যাম অনুসারে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রচলিত আইন : প্রদত্ত নির্যাম নীতি/শর্তাবলি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে পরিচালিত এবং অ্যোগ করা হবে। গ্রাহক এই মধ্যে বাংলাদেশের কোর্টে প্রদত্ত নির্দেশ বা আইনের কাছে নির্ধারিতভাবে সমাপ্তি। এই সমর্পণ ব্যাংকে কোনো কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশ বা আইন মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো বাধা নেওয়া হতে বিবরণ রাখে না। যদিও সকল হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন/কোনো ধারা বা বিধি প্রতিশ্রুত নেই প্রকাশে প্রাপ্তি পরিবর্তন বাস্তবে পরিবর্তন হতে পারে।

চুটির দিনে কার্যক্রিম : ব্যাংক চুটির দিনে বা ব্যাংকিং সময়ের পরে সংযুক্তি লেনদেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উক্ত দিবসের পরিবর্তী কর্মসূবসে দেখানো হতে পারে এবং এক্ষেত্রে সকল প্রকার সময়ের বিবেজন বিয়োজন পরবর্তী কর্মসূবস হতে হিসেব/ কার্যকর হবে। এরপ লেনদেন হতে উত্তৃত যেকোন লোকসান/ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

ই-স্টেটেমেন্ট : ব্যাংকের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাচিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপের (হ্যাকিং) মাধ্যমে তথ্য চুরি, তথ্যের পরিবর্তন, এর অসৎ ব্যবহার এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তির নিকট তা প্রকাশের বুর্কি রয়েছে। ব্যাংকের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এরপ দুর্ঘটনার ফলে স্টেট কোনো ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

তথ্যের পোপনীয়তা ও তথ্য প্রকাশ : যেহেতু ব্যাংক এবং গ্রাহকের পোপনীয়তা অবলম্বন করে পোপনীয়তা অধিকারী, শাখা অফিস, অন্যান্য ফাঁপ মেমুর ব্যাংকের কোনো এজেন্ট বা ব্যাংককে সেবাদানকারী কোনো তৃতীয় পক্ষ বা ব্যাংকের কোনো পেশাদার পরিমুদ্রাতার সাথে ব্যাংক প্রযোজ্য গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন। তা ছাড়া সরকারি, আধা সরকারি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আদালত কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তির নিকট চাহিদা মোতাবেক গ্রাহকের হিসাবের এবং ব্যবসার তথ্য সরবরাহ করাতে বাধ্যবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার চাহিদা মোতাবেক হিসাব সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো তথ্য বা দলিলাদি যদি প্রয়োজন হয় ব্যাংকের নিকট গ্রাহক সরবরাহ করতে দায়বদ্ধ। তাই ব্যাংক কর্তৃক এরপ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের কোনো আপত্তি থাকবে না।

শর্তাবলি পরিবর্তন : ব্যাংক যেকোন সময়ে হিসাবে সংক্রান্ত যেকোন শর্ত বা শর্তাবলি পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এরপ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন ব্যাংক গ্রাহকে উপযুক্ত পদ্ধতয় অবহিত করবে।

এসএমএস অ্যালার্ট :

১. গ্রাহকের হিসাব/ডেটিট কার্ডে কোনো ডেভিট/ক্রেডিট লেনদেন, যেমন চেক অথবা ক্যাশ জমা উত্তোলন, গ্রাহকের হিসাব থেকে তহবিলে স্থানান্তর, এটিএম থেকে উত্তোলন ইত্যাদি সংঘটিত হলে এসএমএস অ্যালার্ট, লেনদেন সমাপ্তিতে ব্যালেন্সহ গ্রাহকের মোবাইল নম্বরে পাঠানো হবে।
২. গ্রাহকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা এবং লেনদেনের এসএমএস অ্যালার্টের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্পর্ক গ্রাহকের দায়িত্ব।
৩. গ্রাহকের ফোনসিম হারালো/ফুটিগন্ত হলে এবং নম্বর পরিবর্তন হলে গ্রাহক ব্যাংকে অবহিত করবেন। এই ধরনের কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগে সংঘটিত কোনো লেনদেনের এসএমএস অ্যালার্ট প্রদানের জন্য এনআরবিসি ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
৪. মোবাইল কোম্পানির নেটওয়ার্কে অ্যুটিফিগ অথবা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য যে কোনো কারণে যদি এসএমএস অ্যালার্ট প্রদানে বিলম্ব হয়, অ্যালার্ট যদি না পৌছে অথবা ভুল থাকে, তাহলে এনআরবিসি ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

চেক/পে-অর্ডার/ড্রাফট কালেকশন : ব্যাংকের নথিতে গ্রাহকের নামের সাথে অভ্যন্তরীণ হস্তান্তর বা সংগ্রহের নিমিত্তে গৃহীত নামের মধ্যে অমিল থাকলে ব্যাংক ওই ডিপোজিট ইন্স্ট্রুমেন্ট গ্রহণ করবে না। ব্যাংকের কাজ হল কালেকশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করা বরং কালেকশনের জন্য জমা দেওয়া কোনো ডিপোজিট ইন্স্ট্রুমেন্টের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের নিশ্চয়তা দান করা ব্যাংকের দায়িত্ব না। কালেকশন চেকের অর্থ সংগ্রহ করা না পর্যন্ত গ্রাহক তার হিসাব থেকে উক্ত উত্তোলন করতে পারবেন না।

নিয়ম বা অদায়ীত হিসাব :

- ক. হিসাবের সর্বশেষ লেনদেন বা হিসাব বিবরণীর সর্বশেষ প্রাপ্তি স্থানের বা উক্ত বিবরণীর জন্য সর্বশেষের অন্যোনো তারিখ থেকে অন্যন ০৬ (ছয়) মাস হারাক কর্তৃক কোন প্রকার লেনদেনে সম্পাদিত না হলে, সে সকল হিসাবসমূহকে Inoperable (অপ্রাপ্তিত) হিসাব হিসেবে গণ্য করা হবে। হিসাবসমূহকে Inoperative (অপ্রাপ্তিত) হিসেবে চাহিত হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হলে তা ড্রাফট হিসেবে বলে গণ্য করা হবে:

(ক) চলতি হিসাব: অন্যন ০৬ (ছয়) মাস (খ) এসএনডি: অন্যন ০৬ (ছয়) মাস (গ) সঞ্চয়ী হিসাব: অন্যন ১৮ (আটোরা) মাস

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, ন্যাশনাল এবং আদালতের অর্থ সংক্রান্ত হিসাবসমূহ ডরম্যান্ট হিসেবে গণ্য হবে না। (প্রিয়ার্পিট সার্কুলার নং- ২৩)

- খ. ১০ বছর পর্যন্ত কোনো হিসেবে লেনদেন বা যোগাযোগ না থাকলে উক্ত আমানত ব্যাংক কোম্পানির ১৯৯১ এর ৩৫ ধারার আইনবলে “আদাবিরুত্ত” আমানতসংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের জমা করা হবে।

এ ধরনের হিসাব নিয়মান্তরের জন্য গ্রাহকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে শাখা প্রধান বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।

ই-মেইল : গ্রাহক সাধারণ ও জরুরি যোগাযোগের জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যেহেতু নিয়মিত ই-মেইল একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, কোনো সংবেদনশীল তথ্য, যেমন অর্থ প্রদান নির্দেশাবলি, ইন্টারনেট ব্যাক্সিফিল্ড/গ্লোবেট এবং নিয়মাবলি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। যদি গ্রাহক দ্বারা প্রেরিত কোন ই-মেইল কোনো অ-প্রাপ্তকে হাতে পড়ে তার জন্য ব্যাংকে কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

ভুলক্রমে ক্রেডিট হওয়া অর্থ ডেভিট করা : ভুলক্রমে কোনো গ্রাহকের হিসাবের ক্রেডিট হওয়া অর্থ শনাক্ত হওয়া মাত্র যে কেনে সময় ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হিসাব হতে ডেভিট করে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহককে তা জানাতে ব্যাংকে বাধ্য নয়।

যৌথ হিসাব :

- ক. হিসাবধারীগণ প্রত্যেকে এই মর্মে পরস্পরকে অনুমোদন বা ক্ষমতা প্রদান করবে যে হিসাবে নগদ টাকা বা চেক, নেট বা অর্থ প্রদানের জন্য তাদের একক বা যৌথ নামে যে কোনো ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যাংকের হস্তগত হলে তা হিসাবধারীগণের পক্ষে যৌথ হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংকের হস্তগত হলে তা হিসাবধারীগণের পক্ষে যৌথ হিসাবে।

খ. হিসাবে জমার অতিরিক্ত উত্তোলন বা অন্য কোনো দায়বদ্ধতার জন্য হিসাবধারীগণ প্রত্যেকে একক বা যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। মৃত্যু বা আইনগত কারণে যদি কোনো হিসাবধারী (গণ) হিসাব পরিচালনায় অক্ষম হন, তাহলে অন্য হিসাবধারীগণ অন্তিবিলক্ষে (যা কোনোভাবেই মৃত্যু বা অক্ষমতার ১০ দিনের বেশি হতে পারবে না) এবং উক্ত কাজে সহায়তা করা জাতীয় স্থার্থের পূর্বেই ব্যাংকে এই মর্মে অবহিত করবেন যে মৃত্যু বা আইনগত কারণে অপর হিসাবধারী (গণ) হিসাব পরিচালনায় অক্ষম।

গ. যৌথ মালিকদের কার্য মৃত্যুতে হিসাবে গৃহীত অর্থ এবং কোনো চুক্তিনামা, পর্সেল এবং উক্ত কাজ বা পার্সেলে রক্ষিত জিনিসপত্র এবং যৌথ নামে থাকা সমস্পতি, ব্যাংক তার নিজের জিম্মায় রেখে উত্তোলনকারীদের (যদি থাকে) দারি অনুযায়ী বটন করবে।

ঘ. হিসাবে কোনো উত্তোলনকারী নমিন উত্তোলণ না থাকলে, ওই মৃত্যু বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যত্নক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট আদালত/দণ্ডন কর্তৃক আইনগতভাবে বৈধ কোনো উত্তোলনকারী নিযুক্ত/নির্ধারিত না হবে ততক্ষণ ওই হিসাবের সকল কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

হিসাবে সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি :

১. ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী কোওয়াইসি প্রসিডিউর সম্পর্কে সম্পত্তি হবার পরে হিসাব চালু করা হবে।
২. বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব খেলা এবং পরিচালনা ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৪৮, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনসংক্রান্ত গাইডলাইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করতে হবে।
৩. আমানতকারী তার হিসাব-সম্পর্কিত কোনো তথ্যের পরিবর্তন করতে চাইলে তা নিখিতভাবে ব্যাংককে জানাবেন। অন্যথায় কোনো ধরনের পরিবর্তন উভয় হলে ব্যাংকে দায়ী থাকবে না।
৪. যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে, প্রথম অবেদনকারীর নিকট হিসাবে বিবরণী পাঠানো হবে।
৫. বিদ্যমান মানিলভারি প্রত্যোধ আইন, সজ্ঞাবিবৰণী আইন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলারের বর্তিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনে আমানতকারী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৬. সেবা মাত্রায় (Service Charge) অথবা রক্ষণাবেক্ষণ ফি (Maintenance Fee) বছরে দুইবার, জুন এবং ডিসেম্বর মাসে, ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী (Schedule of Charge) আদায় করা হবে।
৭. কোনো প্রকার পূর্ণ ঘোষণা ব্যতিরেকে থার্থার্থে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ব্যাংকের নির্দেশক্রমে ব্যাংকে কর্তৃক হিসাবের বিপরীতে উপস্থিত কোনো দাবি পরিশোধে গ্রাহকের কোনো আপত্তি থাকবে না।
৮. আমানতকারী/ হিসাবে পরিচালনাকারীর মৃত্যু ও নেমিনিকে হিসাবের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ-১৯/০৪/২০১৭ প্রযোজ্য হবে।
৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে জারিকৃত সার্কুলারের বর্তিত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা হবে।
১০. ক্রমাগত কোনো হিসাবে মুন্তম স্থিতি বজায় না থাকলে,ব্যাংক যে কোনো সময় গ্রাহককে কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই উক্ত অ্যাকাউন্টে বেঁকের আধিকার সংরক্ষণ করে।
১১. ডাক, কুরিয়া, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃষ্টিনির্মাণ, মুদ্রা, বিকোড, দাগা আথবা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণবিরুদ্ধ কারণে ব্যাংক কর্তৃক সেবাপ্রদানে ব্যর্থতার জন্য গ্রাহকের দায়বদ্ধ থাকবে না।
১২. হিসাবসংক্রান্ত মেকোন বিপরীতে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ছড়াত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আমানতকারী তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।
১৩. ব্যাংক গ্রাহককে কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান ছাড়াই কোনো লোন/দায়ের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে কোনো অ্যাকাউন্টে স্থিত যেকোন পরিমাণ অর্থ উক্ত লোন/দায়ের বিপরীতে, বা এসংক্রান্ত কোনো মালমান খরচের জন্য স্থানান্তর বা সময়স্থ করতে পারে। ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের এ দায় প্রকৃত/সম্ভাব্য, প্রাথমিক, বৰ্দকী একক/যৌথ যাই হোক না কেন ব্যাংক তা গ্রাহকের হিসাবের সাথে সময়স্থ করার অধিকার রাখে।
১৪. হিসাবে গ্রাহীতা, হিসাবে সকল লেনদেনের যথার্থতা যাচাই করবে। ব্যাংকের হিসাবে বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্যের সাথে গ্রাহকের তথ্যের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে। অমিলসংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাহকের নিকট হতে অভিযোগ পাওয়া না গেলে স্টেটমেন্টের সকল তথ্য সঠিক ও নির্ভুল বলে গণ্য হবে।
১৫. যেকোন ধরনের লেনদেনের যথার্থতা ও সঠিকতা নির্ধারণে জন্য ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ছড়াত বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহক তা মেনে চলতে বাধ্য।

অবেদ লেনদেন/কার্যক্রম রোধে সতর্কীকরণ :

- ক. মানি লভারিঃ অভিযোগ আইন, ২০১২ ও সজ্ঞাস বিবৰণী (সংশোধন) আইন, ২০১২ অনুযায়ী বৈধ ও অবেদ পছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রাহকের অভিযোগ অর্থ সম্পাদনের অবেদ পছায়তা কর্তৃপক্ষে অবস্থার অভিযোগ প্রকার অবস্থার পরিপন্থি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- খ. উপরে বর্তিত অবেদ কার্যাবলি সম্পদনের ক্ষেত্রে ব্যাংকে যেকোন অ্যাকাউন্টের লেনদেন পর্যোক্ষ-মন্ত্রীক্ষা করতে পারে। অবেদ লেনদেন প্রামাণিত হলে প্রয়োজনে আদালতে মালমান দায়ের করা যেতে পারে এবং এই আইনের অধীনে সকল অপরাধ অজানিমন্দোগ্য।
- গ. আদালতে এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তদন্তাদেশ, অবক্ষেত্রণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থ দণ্ড এবং ক্ষতিপূরণ আদেশসহ অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে অপরাধীর অন্যন ৪ চার (বছর এবং অনাধিক ২০ (বিশ) বছরে কারাদণ্ড এবং অপরাধের জড়িত অর্থের দিগন্ত/ তিনি গুণ অথবা ১০ লক্ষ টাকা হতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড।

যোগান ও স্বাক্ষর

- আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/আমরা হিসাবধারী/মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ নাম:
- ১ম আবেদনকারীর/মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ
- ২য় আবেদনকারীর/মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ
- ৩য় আবেদনকারীর/মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ